আলমডাঙ্গায় সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়ালেন ইউএনও

সংবাদ প্রকাশের পর মানবিকতার হাত বাড়িয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহিনুর আক্তার।

“৩ বছরের শিশুর পাহারায় অসহায় বাবা” স্থানীয় পত্রিকায় এমন হৃদয়স্পর্শী সংবাদ প্রকাশের পর অবশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন।

আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামের ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত শহিদুলের অসহায় জীবনসংগ্রামের খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিনুর আক্তারের নজরে আসে। মানবিক বিবেচনায় তিনি শহিদুলের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চাল, শুকনা খাবার ও আর্থিক অনুদান তার স্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

জানা যায়, শহিদুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানোর পর তার পরিবার চরম দুর্দশার মধ্যে পড়ে। অভাব-অনটনের সংসারে চিকিৎসার ব্যয় বহন তো দূরের কথা, দৈনন্দিন খাবার জোগাড় করাও হয়ে ওঠে কঠিন। একটি ছোট্ট চালাঘরে অরক্ষিত অবস্থায় বসবাস করা পরিবারটির রাত কাটে নানা আতঙ্কে।

সংবাদ প্রকাশের পর স্থানীয় মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অসুস্থ বাবার শয্যার পাশে ৩ বছরের কন্যাশিশুর পাহারা দেওয়ার দৃশ্য এবং ১০ বছরের ছেলেটির অসহায়ত্ব অনেকের হৃদয় স্পর্শ করে।

এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার এই মানবিক উদ্যোগ পরিবারটির মাঝে নতুন আশার আলো জাগিয়েছে। শহিদুলের স্ত্রী আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন, “আমরা ভেবেছিলাম আমাদের কষ্ট কেউ দেখবে না। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের পর ইউএনও ম্যাডাম আমাদের খোঁজ নিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ।”

স্থানীয়রা মনে করছেন, সমাজের বিত্তবান ও মানবিক ব্যক্তিরাও যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে শহিদুলের চিকিৎসা এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ তৈরি হবে।

মেহেরপুর সদর ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতি পেয়ে তাকে পাবনা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার স্মৃতি ও মেহেরপুরবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাসান, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখি, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, একাডেমিক সুপারভাইজার মনিরুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, নির্বাচন অফিসার বাবু হক, বিআরডিবি কর্মকর্তা হাসানুজ্জামান ও ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

বক্তারা বিদায়ী ইউএনও’র সততা, দক্ষতা ও জনবান্ধব কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন এবং তার নতুন কর্মস্থলে সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে মোঃ খায়রুল ইসলামের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মোঃ খায়রুল ইসলাম দায়িত্ব পালনকালে উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে স্থানীয়ভাবে প্রশংসিত।

মেহেরপুরের নবাগত ইউএনও বাবলু সুত্রধরের যোগদান

মেহেরপুর সদরের নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বাবুল সুত্রধর যোগদান করেছেন। তিনি আজ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

সোমবার দুপুরে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদে এসে পৌঁছালে বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে বিদায়ী ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম সদর উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নবাগত ইউএনও বাবলু সূত্রধরের পরিচয় করিয়ে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আঞ্জুমান আরা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর বলেন, সকলের সহযোগিতা নিয়ে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলায় সুষ্ঠু ও জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তুলতে কাজ করতে চান।

আলমডাঙ্গায় প্রকাশিত খবরে অসহায় রাকিবকে ডেকে সহায়তা দিলেন ইউএনও

পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আলমডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পান্না আক্তারের মানবিক উদ্যোগে প্রতারণার শিকার কিশোর রাকিবের পরিবারকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বুধবার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি পোয়ামারি গ্রামের কিশোর রাকিব (১৪) প্রতারণার শিকার হয়ে তার একমাত্র আয়ের উৎস পাখিভ্যান প্রতারক চক্রের হাত থেকে হারিয়ে ফেলে। পাখিভ্যান হারানোর পর রাকিবের পরিবার সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে। এই ঘটনা স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বিষয়টি ইউএনও পান্না আক্তারের নজরে আসে।

রবিবার বিকেল ৩টার সময় ইউএনও পান্না আক্তারের কক্ষে ভুক্তভোগী পরিবারকে ডেকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
পরিবারটি এই সহায়তা পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ইউএনও শুধু আর্থিক সহায়তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং পরিবারের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং তাদের মানসিক সাহসও বাড়িয়েছেন।

পান্না আক্তার সাংবাদিকদের বলেন, “আপনারা যদি এমন অসহায় মানুষের সন্ধান পান, অবশ্যই নিউজ করবেন এবং উপজেলা প্রশাসনকে জানাবেন। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রশাসনের দায়িত্ব। আমরা কোনো অবস্থাতেই এই দায়িত্ব এড়াতে পারি না। প্রতারণার মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া পাখিভ্যান উদ্ধারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতারণার চক্র সনাক্ত করা হয়েছে।”

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিভাবক রোজিনা বলেন, “স্যারের সরাসরি সহায়তা আমাদের জন্য এক আশার আলো। তিনি শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেননি, আমাদের মানসিক শক্তিও দিয়েছেন।” এই ঘটনার মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের এক নজির স্থাপন হয়েছে, যা স্থানীয় জনগণের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

মেহেরপুর সদর ইউএনও খায়রুল ইসলাম প্রত্যাহার

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম কে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. বরমান হোসেন স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে। তাঁকে প্রত্যাহার করে বরিশাল বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার হিসেবে যোগদান করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইউএনও’র উদ্যোগে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড নির্মাণ শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সাড়ে ৭ লাখ টাকার ব্যয়ে বাস্কেটবল খেলার গ্রাউন্ড নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম। আজ বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তিনি ঢালাই কাজের সূচনা করেন এবং নির্মাণের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা আশা প্রকাশ করেছেন, নতুন গ্রাউন্ডটি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও ক্রীড়া চর্চাকে আরও উৎসাহিত করবে।

আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান সংস্থার পক্ষ থেকে ইউএনও’র

কাছে কম্বল প্রদান

ঢাকাস্থ “আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান” সংস্থার পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ২৫০টি শীতবস্ত্র (কম্বল) আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তারের কাছে এসব কম্বল প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডা. মনজুরুল ইসলাম বেলু, ডা. ওবায়দুল্লাহ, সুইট এগ্রোভেট লিমিটেডের পরিচালক রফিকুল হুদা, নজরুল ইসলাম, শেখ মনজুরুল ইসলাম রঞ্জু, রফিকুল হক বাবলুসহ অন্যান্যরা।

কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, প্রচণ্ড শীতে সাধারণ মানুষ যেন কষ্ট না পায়, সে চিন্তা থেকেই গভীর রাতে ঘরে ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। সমাজের অসহায় মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

এই সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক শীতার্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই।

এ সময় ঢাকাস্থ “আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান” সংস্থার পক্ষ থেকে মীর আব্দুল মতিন চৌধুরী, খন্দকার রায়হান আসলাম ও আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহেল শীতার্ত মানুষের জন্য কম্বল দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে ইউএনও

আলমডাঙ্গা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় রেকর্ড স্পর্শ করেছে গত দুই সপ্তাহ জুড়ে। গত দুইদিন হালকা সূর্যের আলো দেখা গেলেও গভীর

রাতে নেমে আসে কনকনে শীত আর হিমেল বাতাস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার এই কনকনে শীত কে উপক্ষা করে প্রতিদিন গভীর রাতে বেরিয়ে পড়েন শীতার্ত অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে। খুঁজে খুঁজে অসহায় মানুষের দুর্ভোগ ঘোচাতে গায়ে পরিয়ে দেন শীতবস্ত্র। খোঁজ খবর নেন সংসারের কথা। কর্মহীন মানুষের কষ্টের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন।আপতকালিন ব্যাবস্থা হিসেবে কিছুটা খাবারের ব্যাবস্থা করেন।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা চত্ত্বরে কম্বল বিতরণ করেন। এছাড়াও আলমডাঙ্গা আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। তিনি বলেন “এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবতা। তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেবা দেবার জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন আমি শুনেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। গরমের সময় বেশি গরম শীতের মৌসুমে বেশি শীত, যেকারণে অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের শীত বস্ত্র দেয়ার বিকল্প নেই।

কবি গোলাম রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি সিদ্দিকুর রহমান, ব্যায়ামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব মোতালেবের পরিবার: পাশে

দাঁড়ালেন ইউএনও

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সহায়-সম্বল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মোতালেবের বাড়িতে সশরীরে হাজির হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাড়ান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ) রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রঘুনাথপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ নজ্জেল বিশ্বাসের ছেলে মোতালেব হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। শীতের রাতে মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, আগুনের তীব্রতায় ঘরের কোনো মালামালই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আগুনের খবর পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন আশপাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। অগ্নিকাণ্ডে মোতালেব হোসেনের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে ঘরের আসবাবপত্র, মজুতকৃত খাদ্যশস্য, পরিধেয় বস্ত্র ও লেপ-তোশক। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হওয়ার মতো বিষয় হলো, পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবনের অমূল্য সম্পদ একাডেমিক সার্টিফিকেটসমূহ এবং জমি-জমার প্রয়োজনীয় মূল দলিলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এছাড়া ঘরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবাইদুর রহমান সাহেল তিনি মোতালেবের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল), শুকনো খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল) তুলে দেন। তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত ইউএনও অফিস বরাবর লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন, যাতে সরকারি তহবিল থেকে তাদের আরও বড় ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা যায়।

প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে এবং ব্যক্তিগত সহমর্মিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মোতালেব হোসেনের পরিবারের সদস্যরা। তারা এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউএনও এবং গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নতুন সাইকেল দিয়ে তুষারের মুখের হাসি ফেরালেন ইউএনও

বিজয় দিবসে কান্না থেকে হাসি, তুষারের মুখে ফিরল বিজয়ের আলো। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তুষারের কান্নারত ছবি দেখে বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গিয়েছিল নতুন সাইকেল হারিয়ে। মহান বিজয় দিবসে আনন্দ দেখতে এসে যার চোখে নেমে এসেছিল অশ্রু ছোট্ট তুষারের। হারিয়ে যাওয়া একমাত্র সাইকেলটি যেন তার শৈশবের হাসিটাকেই কেড়ে নিয়েছিল। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে বলতে ছিলো আগামীকাল আমি কিভাবে স্কুলে যাব। চোখের পানি আর বুকভরা কষ্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল তুষার। তার সেই নিঃশব্দ কান্নার গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিষয়টি নাড়া দেয় অনেকের হৃদয়।

মানবাধিকার কর্মীদের প্রচেষ্টাই মানবিকতায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। অশ্রু ভেজা চোখ দেখে সন্তান সমতুল্য তুষারের পাশে অভিভাবকের ন্যায় দাঁড়ান।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজয় দিবসের শুভক্ষণে উপহার হিসেবে আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে বিজয় মেলায় তুষারের হাতে তুলে দেন একটি নতুন সাইকেল। মুহূর্তেই কান্নাভেজা চোখে ফুটে ওঠে আনন্দের ঝিলিক হারানো হাসি ফিরে পায় তুষার।

সাইকেল পেয়ে বিজয়ের আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে তার মুখে। ইউএনওর

হাত থেকে সাইকেল নিয়ে শিশুসুলভ উচ্ছ্বাসে নিজেই চালিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেয় তুষার। সেই দৃশ্য যেন বলে দেয় বিজয় শুধু যুদ্ধের নয়, মানবিকতারও।

একটি সাইকেল বদলে দিল একটি শিশুর দিন, বদলে দিল তার মনে জমে থাকা বিষণ্নতা। বিজয় দিবসে তুষারের মুখের সেই হাসি হয়ে রইল আলমডাঙ্গার জন্য মানবতার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।